তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

উত্তপ্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দুর্ভাগ্যজনক, নিন্দনীয়

ইজিবাইক ভাড়া নিয়ে কথাকাটাকাটির জের ধরে সংঘর্ষে একজন মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোম ও মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যে তাণ্ডব ও অরাজকতা চলেছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নীতিনৈতিকতা, সংযম ও মূল্যবোধ অনুশীলনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা বলেছেন, আহত হওয়ার অনেক পর তাকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায়ই আনা হয়। শহরে হাসপাতাল থাকার পরও কেন আহত এক ছাত্রকে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের কাজে বিলম্ব ঘটল, তদন্ত কমিটি বিষয়টি নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখবে। একজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখালেও আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু ঘটনার জের ধরে বিশ্ববরেণ্য সুরসাধক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতী সন্তান ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস করার যুক্তি থাকতে পারে? তিনি কেবল আমাদের দেশের নয়, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। তারা রেলস্টেশনকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করেছে। এই রেলস্টেশন কবে চালু করা সম্ভব হবে, তা এ মুহূর্তে কেউ বলতে পারেন না। বিক্ষুব্ধ মাদ্রাসাছাত্ররা আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার বাড়িতে হামলা চালায়। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাঠাগার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয় এবং সংবাদপত্র অফিসও তাদের রোষের শিকার হয়। এসব হামলা সুপরিকল্পিত, নাকি আকস্মিক ক্ষোভের প্রকাশ– তার তদন্ত হওয়া উচিত। জেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং মাদ্রাসা পরিচালনার সঙ্গে যুক্তরা যথাসময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, মঙ্গলবার জেলা শহরে দিনভর যে তাণ্ডব চলেছে, তাতে শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা বুধবার ছাত্র নিহত হওয়ার প্রতিবাদে হরতাল ডেকেছিল। তবে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর তা প্রত্যাহার করে নেয়। সরকারের দিক থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী একাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশের শাস্তি মানে 'প্রত্যাহার'। এটুকুই। আমরা আশা করব, সরকার গঠিত তদন্ত কমিটি দ্রুত প্রতিবেদন পেশ করবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ীদের দ্রুত শাস্তি দেওয়া হবে। এ ধরনের ঘটনায় গুজব ডালপালা মেলে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীও বাড়াবাড়ি করে। ঢালাওভাবে মামলা দায়ের করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার জের ধরে তেমনটি যেন না ঘটে।